

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১২. ২. ইমাম আবু হানীফার মূল্যায়ন

এভাবে আমরা নিশ্চিত হই যে, মুহাদিস বা রাবীর বিচার দু-একজন বা অধিকাংশ মুহাদিসের মন্তব্যের ভিত্তিতে হয় না; বরং সামগ্রিক বিচারের মাধ্যমে হয়। আমরা যদি ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে শুবা ইবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, নাসায়ী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী, উকাইলী সকলের মত সমানভাবে গ্রহণ করি তবে তাঁর বিষয়ে বলতে হবে (صديق رمي بالرجاء) সত্যপরায়ণ, মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত, অথবা (صديق له أوهام): সত্যপরায়ণ, তাঁর কিছু ভুল আছে। এক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য হবে।

তবে মুহাদিসগণের নীতিমালার দাবি যে, সমসাময়িক সমালোচকগণের স্বীকৃতি প্রসিদ্ধ হওয়ার পরে কোনো মুহাদিসকে কেউ অনির্ভরযোগ্য বললে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, বিশেষত যদি প্রমাণ হয় যে, তা আকীদা বা মাযহাবী বিরোধিতার কারণে। এজন্য দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদিসগণের মতের বিপরীতে ইমাম আহমদ, বুখারী, নাসায়ী, উকাইলী, ইবন হিব্বান, ইবন আদী প্রমুখের মত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় শতকের জারহ-তাদীলের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে ইমাম আবু হানীফাকে ‘সিকাহ’ বা নির্ভরযোগ্য বলা ছাড়া উপাই নেই। বাহ্যত এজন্যই ইবন তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, মিয়যী, সুবকী, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদিস ইমাম আবু হানীফাকে প্রসিদ্ধ ফকীহ, ইমাম, হাদীসের ইমাম বা মুসলিমদের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[1]

কোনো অবস্থাতেই তাঁকে এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস “দুর্বল” বলে গণ্য করা জারহ-তাদীলের মূলনীতি অনুসারে সঠিক নয়। শুবা, ইসরাঈল, ইবনুল মুবারাক, আবু ইউসূফ, কাত্তান, ইবন মাহদী, ইবন মায়ীন ও দ্বিতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইমামগণের মূল্যায়ন বিচার না করে তৃতীয় বা পরবর্তী শতকগুলোর মুহাদিসদের কয়েক ডজন বক্তব্য একত্র করে ইমাম আবু হানীফাকে দুর্বল বলা কখনোই ইলমুল হাদীসের মূলনীতি সমর্থিত নয়। একরূপ বিচার করলে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদিস কর্তৃক “নির্ভরযোগ্য” বলে স্বীকৃত অনেক রাবীকেই দুর্বল বলতে হবে এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অনেক হাদীসকেই দুর্বল বলতে হবে।

ফুটনোট

[1] ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ ৩/৫৪, ৮/১৩৬; ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুওয়াযাক্কিয়ীন ২/২৯৪; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায ১/১২৬; ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা ৫৬৩।